যুগান্তর

তারিখ 24 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

মাদ্রাসার এবতেদায়ি স্তরের নতুন বই : জানুয়ারিতেই শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছবে

ফয়জুল্লাহ মাহমুদ

মাদ্রাসার এবতেদায়ি স্তরের জন্য সর্বশেষ তথ্য সংবলিত নতুন পাঠ্যপুস্তক জানুয়ারিতেই শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছবে বলে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃপক্ষ আশা করছেন। তাদের দাবি প্রাথমিকের বই ছাপার পর অধিকাংশ প্রকাশনা সংস্থা এবতেদায়ি স্তরের বই ছাপতে শুরু করে ইতিমধ্যে ৫০ শতাংশ কাজ শেষ করেছে। এরপরও সারাদেশে শিক্ষার্থীদের কাছে এসব পাঠ্যবই পৌঁছতে বিলম্ব এবং সংকট সৃষ্টির আশংকা রয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষার দায়িত্বরত শিক্ষা উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু বলেছেন, যথাসময়ে সঠিক চাহিদা নির্ধারণ করতে না পারায়

বই : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৪

বই : এবতেদায়ি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সারাদেশে বই পৌঁছতে কিছুটা বিলম্ব হওয়ার আশংকা থাকলেও জানুয়ারির মধ্যেই তা পৌঁছে যাবে। তবে সংকট সৃষ্টির কোন আশংকা নেই। এ বছরই সরকার প্রথমবারের মতো প্রাথমিক স্তরের ন্যায় এবতেদায়ি স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে বই বিতরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত আগস্ট মাসে এবতেদায়ি স্তরের জন্য ৬৫ লাখ বইয়ের চাহিদার ওপর ভিত্তি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিনামূল্যে বই দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। মাদ্রাসা বোর্ড পরবর্তী সময় প্রতি বছরের পুনঃমুদ্রণ সংখ্যার পরিবর্তে ১ কোটি ৭২ লাখ কপি চাহিদা নির্ধারণ করে। এর ভিত্তিতে ১ কোটি ২৫ লাখ বই ছাপার উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু পরবর্তী সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয় জরিপ চালিয়ে দেখেছে, সারাদেশে প্রকৃতপক্ষে বই লাগবে ১ কোটি ৯০ লাখ। বর্তমানে ১ কোটি ২৫ লাখ কপি চাহিদার ভিত্তিতে ৫টি শ্রেণীর ৩৪টি বিষয়ের বই ছাপার কাজ করছে ১০০টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। এজন্য মোট প্রয়োজন হবে ১৬ কোটি টাকা। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড আড়াই কোটি টাকা দিয়েছে। সরকার ইতিমধ্যে এ খাতে ৮ কোটি টাকা দিয়েছে এবং বাকি টাকার সংস্থান করবে। রঙিন ডিজাইন এবং নীতিবাক্য সংযোজনের মাধ্যমে প্রতিটি বইয়ের প্রচ্ছদ অলংকরণে পরিবর্তন আনা হয়েছে। তবে পাঠ্যসূচিতে ব্যাপক পরিবর্তন না থাকায় কভার পরিবর্তন না করার আবেদন জানিয়ে প্রকাশকদের একটি অংশ আদালতে রিট করেছেন। দীর্ঘ ১৮ বছর আগের সিলেবাস সংবলিত এবতেদায়ি স্তরের বইগুলো বছরের পর বছর ধরে পুনঃমুদ্রিত হয়ে আসছিল যার অনেক তথ্য পুরনো হয়ে পড়ায় শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্ত হচ্ছিল।